

## জাত পরিচিতি

২০০৬ সালে জাতটি চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান৪৭ বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ এটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি।
- ▶ ডিগ পাতা চওড়া, লম্বা ও খাড়া।
- ▶ চাল মাঝারি মোটা এবং পেটে সাদা দাগ আছে।
- ▶ এ জাতটি চারা অবস্থায় উচ্চ মাত্রা (১২-১৪ ডিএস/মিটার) লবণাক্ততা সহনশীল।
- ▶ বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রা (৬ ডিএস/মিটার) লবণাক্ততা সহনশীল।



ব্রি ধান৪৭

## এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা কবলিত। ধান সাধারণত লবণাক্ততা সংবেদনশীল ফসল। এ কারণে লবণাক্ত এলাকায় বিশেষত বোরো মৌসুমে উফশী ধান চাষাবাদ ব্যাহত হয়। বোরো মৌসুমে প্রধানত প্রথম দিকে অর্থাৎ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা বেশী থাকে। এ অবস্থায় ব্রি ধান৪৭ আবাদ করে কৃষকগণ ব্রি ধান২৮ বা অন্যান্য বোরো ধানের চাইতে অধিক ফলন পাবেন।

## জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৫২ দিন।

## ফলন

লবণাক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৬.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)

২. চারার বয়স : ৩৫-৪০ দিন।

৩. রোপন দূরত্ব : ২০×১৫ সেন্টিমিটার।

৪. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৪.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
	২৫	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৪৫-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. সেচ ব্যবস্থাপনা : অনুমোদিত নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যিক।

৭. রোগ বালাই দমন : অনুমোদিত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ফসল কাটা : ১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যাঙ্ক শীট ১২